৩৮

দৈনিক ইনকিলাব

৫০

তারিখ ... 08 MAR 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

রাজশাহীর শিক্ষাঙ্গনগুলোতে এখন প্রান্তরের নীরবতা

॥ রেজাউল করিম রাজু ॥

শিক্ষা নগরী রাজশাহীর শিক্ষাঙ্গনগুলোয় এখন প্রান্তরের নীরবতা বিরাজ করছে। উপর্যুপরি ছাত্র সংঘর্ষের কারণে নগরীর অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকায় রাজশাহীর ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে।

২-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

রাজশাহীর শিক্ষাঙ্গনে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ত্রিশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী নগরীতে লেখাপড়া করে। যার সিংহভাগই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা। শিক্ষাঙ্গন বন্ধ হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবে তারা রাজশাহী ছেড়ে চলে গেছে। তারা অবস্থানকালীন একজন যদি হাত খরচ বাবদ প্রতিদিন দশ টাকা করে খরচ করতো তবে সব মিলিয়ে এর পরিমাণ দাঁড়ায় তিন লাখ টাকা। এছাড়া তাদের খাবার বাবদ প্রতিদিন ৩০ টাকা হিসাবে ৯ লাখ টাকা। এ হিসাবে প্রতিদিন প্রায় ১২ লাখ টাকা বাজারে লেনদেন হতো। তার এখন পুরোটাই বন্ধ প্রায়। নগরীর সাহেব বাজার ছাড়াও নিউ মার্কেট, বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বিনোদপুর, কাজলা ও তালাইমারীর ব্যবসায়ীদের সাথে আলাপ করে এ অবস্থার কথা জানা গেছে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোয় একেবারে মন্দাভাব যাচ্ছে। স্টেডিয়াম মার্কেটসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ সকল দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে।

শুধুমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নয়, বিভিন্ন পেশার মানুষের উপরও এর প্রভাব পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার রিক্সা চালকরা তাদের দিন ভাল যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকা ছাড়াও নগরীর বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে ছাত্রাবাস। সেগুলো এখন খালি। কোন কোন পরিবার শুধুমাত্র ছাত্রাবাসের ভাড়ার উপর নির্ভরশীল। তারা এখন বিপাকে পড়েছে। মেস ও ছাত্রাবাসগুলোয় রান্নাবান্নার কাজে নিয়োজিত শত শত মহিলা ও ছেলে এখন বেকার। বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোতে যেসব টোকাইরা ফুট-ফরমাশ খাটতো তারা এখন অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা বিভিন্ন ভাসমান দোকান এখন বন্ধ। মোট কথা মতিহারের সবুজ চত্বরে বিরাজ করছে প্রান্তরের নীরবতা। দিনের বেলায় কিছু গরু-ছাগল চড়তে দেখা গেলেও সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে সৃষ্টি হয় ভূতুরে পরিবেশ।

বিশ্ববিদ্যালয় কবে খুলবে— এ জিজ্ঞাসা সবার। সবাই চেয়ে আছে ঐ দিনটির পানে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এক বৈঠকে ঈদের ছুটির পর পরই বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।